



ইফ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর

প্রথম

গীতি-মুখর কথক-চিত্র

—সসুনা-পুলিনে—



৭৬৩ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা।

দাম চার পয়সা

২১-১-৩৩

ছোটদের  
কয়েকখানা বই

শ্রীঅখিল নিয়োগীর  
ভূভূড়ে দেশ—১  
শ্রীপ্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের  
ভেক্তী—১১০

শ্রীননীগোপাল দাশগুপ্তের  
কনকদেউল—৫

শ্রীপ্রীতিকণা দত্তের  
তারাবান্ধি—১৫/০

জে, সি, গুহের  
চাইল্ডস্, এ, বি, সি,—১০

সকল দোকানেই পাইবেন।

For Slide Advertisement

At Rupabani

Please Apply To—

**B. Nan**

16-1A, Beadon St.,  
CALCUTTA.

For Up-to-date  
Posters

Book Covers

&

Designs

Consult—

Artist, **Akhil Neogy.**  
66, Manicktola St., Calcutta.

For Collapsible Gates,  
Wrought Iron Gates

&

Grilles

Ring up. B. B. 3234

Manufacturers :—

PARIS COLLAPSIBLE GATE CO.

16/1A Beadon Street,  
CALCUTTA.

# — যমুনা-পুলিনে —

ইস্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর  
প্রথম  
গীতি-সংগ্রহ কথক-চিত্র

**প্রদর্শনী**

প্রথম-প্রদর্শন  
২১শে জানুয়ারী ১৩৩১

— প্রযোজক-শিল্পী —

প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী

— আলোক-চিত্র-শিল্পী —

যতীন দাস

— শব্দ-যন্ত্রী —

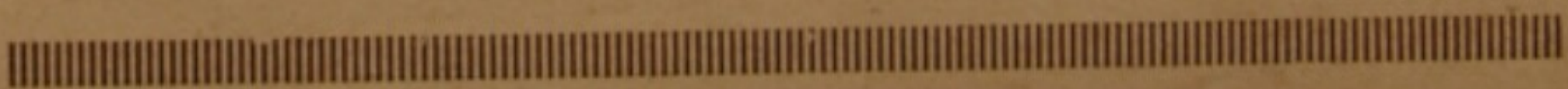
আর, সি, উইলম্যান

— গল্প-কথা-সঙ্গীত —

তুলসীদাস লাহিড়ী

আর-সি-এ ফোটোফোন

প্রদর্শনীতে গৃহীত



— পরিচয় —

---

শ্রীকৃষ্ণ	...	ধীরাজ ভট্টাচার্য্য
নারদ	...	ধীরেন দাস
আয়ান ঘোষ	...	সন্তোষ সিংহ
সুবল সখা	...	রেণুবালা ( সুখ )
শ্রীরাধা	...	সবিতা দেবী
বৃন্দে	...	আঙ্গুরবালা
বিশাখা	...	কমলা (ঝরিয়া)
ললিতা	...	বীণাপানি (রেডিও)
জটীলা	...	প্রকাশমণি
কুটীলা	...	ইন্দুবালা

গোপিনীগণ... ইত্যাদি ।

---



শ্রীরাধা-রূপে সবিতা  
( প্রথম বাঙলা গান শোনাবেন )

## == যমুনা-পুলিনে ==

( গল্পাংশ )

একদিন বৃন্দাবনে সকাল বেলা বাঁশী বেজে উঠল। বাঁশী শোনা যায় কিন্তু বংশীধারীকে দেখা যায় না। বাঁশীর সুর প্রাণ-মন হরণ করে নিয়ে যায়। সে বাঁশীর অপূর্ণ মূর্ছনায় বৃন্দাবন-বাসীর নিদ টুটে গেল।

ঘুমন্ত রাধার নয়নে—কে যেন অপরূপ স্বপ্নাজন মাথিয়ে দিলে।

শ্রীরাধার মন হঠাৎ উতলা হয়ে উঠল। কি যেন নেই—কাকে যেন চাই!

শুধু রাধারই নয়—সঙ্গে সঙ্গে ব্রজবালাদেরও।

তারপর একদিন শুভ-মুহুর্তে যমুনা-পুলিনে—বংশীধারীর সঙ্গে শ্রীরাধার দৃষ্টি বিনিময়। প্রেমের পরশ-মণির ছোঁয়া পেয়ে রাধার মন সোনা হ'য়ে গেল।

জ্বালাতন এই পুণ্য-পুত্র প্রেম-যমুনায় অবগাহন করে ধল হ'ল।

কিন্তু প্রেমের পথ চিরদিনই বাঁকা!

কিশোর-কিশোরীর মিলনের পথে—নতুন নতুন বিয়ের সৃষ্টি হ'তে লাগলো। কিন্তু প্রেমিকা শ্রীরাধা তা সহিতে পারে না। কিশোরী অভিমানে ছলে-ছলে ফুলে-ফুলে ওঠে—; কপোল অশ্রুজলে ভেসে যায়!

কুটিল ননদিনীর গঞ্জনা আর স্বাস্তী জটিলার তাড়নায়—শ্রীরাধার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন একরকম অসম্ভব হ'য়ে উঠল। কিন্তু বংশীধারীর বুদ্ধির-ভাঙ থেকে নতুন ফন্দি বেরলো।

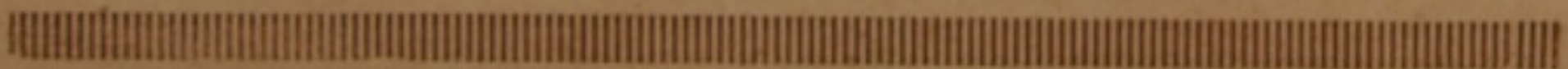
যোগিনী বেশে লীলাময়ের নতুন লীলা শুরু হ'ল। আয়ান ঘোষের বাড়ী প্রত্যহ সেই যোগিনী যাতায়াত শুরু করলে।

আর বংশীধারীর কি লীলা!

অমন যে কুটিল—তারও মাথায় ছটা সরস্বতী চাপল! সে দিলে তাদের মিলন ঘটিয়ে।

কিন্তু এ ফণিকের দেখায় কতটুকু তৃপ্তি? হৃদয়ের পূর্ণ আবেগ রোধ করবে কে? শ্রীরাধা আর তার বোলশ গোপিনীর ছকুল-প্লাবি প্রেম আর বুদ্ধি কোনো মতেই বাধা মানে না!

কিন্তু রাধার—পদে পদে বাধা। ঘরে বাধা, বাইরে বাধা!





অসুখ্যামী বংশীধারী গোপবালাদের বিপদ বুঝে—বস্ত্র-হরণ লীলায় তাদের সমস্ত লজ্জা-সরম নিজে কেড়ে নিলেন।

গোপিনীগণ লাজ-মান-তনু-মন সব বংশীধারীর পায়ে উৎসর্গ করবার জন্তে প্রস্তুত হ'ল।

কিন্তু বিপদ পদে পদে। এদিকে কুটিলা—আয়ান ও বৃন্দাবন বাসীদের—গোপবালাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে লাগল। যাতে সবাই মিলে তাদের চরম লাঞ্ছনা করে—এই জন্তে বিষ-রসনা কুটিলার চেষ্ঠার কিছুমাত্র ক্রটি ছিল না।

সাধক আয়ান ছিল শ্রামার উপাসক। শ্রীরাধার ওপর বিশ্বাসও ছিল তার তেমনি অটুট।

কুটিলার বিষোদগারনে সে কিছুতেই আস্তা স্থাপন করতে পারলে না!

একদিন অভিসারিকার দল বৃন্দাবনের কুঞ্জবন আলো করে—চির-কিশোর-কিশোরীকে কেন্দ্র করে বসেছিল।

ঠিক এমনি সময় কুটিলার প্ররোচনায় বৃন্দাবনবাসীগণ আয়ান ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে সেই কুঞ্জবনে এসে উপস্থিত হ'ল।

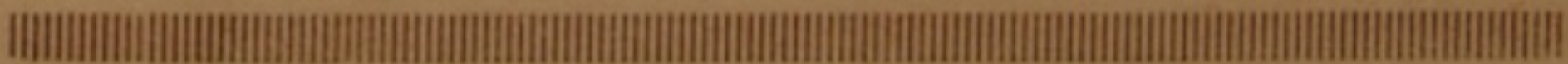
ভক্তের মান রাখতে লীলাময় শ্রাম বাশী ছেড়ে অসি ধারণ করে শ্রামা-রূপ ধারণ করলেন

আয়ান ঘোষ—নিজের আর সহধর্মিনীর আরাধ্যায় পার্থক্য না দেখতে পেয়ে ভাব-রস-ধারায় মাতোয়ারা হ'য়ে শ্রীরাধাকে আশীর্বাদ করে চলে গেল।

বিশ্বয়াবিষ্টা কুটিলাও দেবী পদতলে লুটিয়ে পড়ল।

ব্রজবালাগণ আর বৃন্দাবনবাসীগণের জীবন ধ্বংস করতে চিরকিশোর চির-কিশোরীর পাশে দাঁড়ালেন।

যমুনা-পুলিনে যুগল-মিলন দেখে- স্বর্গ মর্ত্য পবিত্র হ'ল।



## সঙ্গীত লহরী

আজি নলিনী মলিনী কেন হায় ।  
গেল দূরে ঠুথ নিশা  
রঙে রঙে জাগে উষা  
কল-কাকলী কাননে কল্যাণ গায়  
শিশির স্নাত ঐ শীতল শরত বায়  
পরশ অবশ করে সলাজ শেফালিকায় ॥  
মোছ আঁখি, মোছ আঁখি  
হের অরুণ-বঁধুয়া আসে পূরব গগন গায় ॥

—বিশাখা

কহ সুবদনী রাধে  
কি তব হইল বেয়াধে ।  
কেন আনমনে                      চাহি দূর পানে  
কি লাগি পরান কাঁদে ॥  
হেমকান্তি ঝামর হ'ল  
বদন-কমল শুকায়ে গেল  
(যেন) কাতরা হরিণী                      কাঁদিছে কেবল  
পড়িয়া ব্যাধের ফাঁদে ॥

—বৃন্দা

কার বাশরী বাজে লো বনে  
আকুল চিত মধুর স্বনে ।  
শ্রবণের পথে মরমে পশেছে  
স্বর-মায়া ঘোরে অবশ করেছে  
নয়নের ধারা বহে শত ধারে  
বিনা তারি দরশনে ॥

—রাধা







স্বপন হেরেছে বালা  
নব জলধর                      রসে ঢল ঢল  
বরণ চিকন কালা ।  
তরল নয়নে                      তেরছ চাহনি  
কুসুম বাণের আলা ।  
জলিয়ে জলিয়ে                      পরাণ পুড়িয়ে  
পরাণ করেছে আলা ॥

—ললিতা

এদের রঙ্গ দেখে অঙ্গ জলে যায় ।  
বুঝতে নারি রকম-সকম সমঝে গুঠা দায় ॥  
সদাই এরা চং ক'রে ফেরেন  
আবার মিসেসগুলো তেমনি বোকা ঐ রংএই মরেন  
এরা যতই ফেরেন মুখ বাকিয়ে  
ওরা ততই ফেরেন পায় পায় ॥

—কুটীলা

মাগের তরে বাঁচে মরে  
এয়ার বন্ধ যে পর করে  
ধিক তারে ধিক তারে  
এয়ারকি ত সত্য শুধু  
মুখরোচক মিষ্টি মধু  
এ সংসারে এ সংসারে ॥  
ভবের খেলা মিথ্যা মায়া ফক্কা  
দিন ছই তুম-তাড়াকি তার পরেই ত অক্কা  
বাড়িয়ে মায়া মিথ্যা ছায়া  
কাঁদলে ত ফল হয়না রে ॥

—গ্রামবাসী

সখা ! ও ধনি কে কহ বটে ।  
গোরোচনা গোরী, বরণ বিজুরী  
চলিছে ব্রজের বাটে ।





ধনি অল্প বয়সী বালা  
অল্প গাঁথনী পুহপ মালা  
ধোরি দরশনে আশ না পুরল  
বাড়ল মদন জালা ।

—কৃষ্ণ

বৃন্দা : তোমার নয়নের কোণে লুকান গোপন  
কথাটি দিতেছে উ কি

সুবল : যদি বুঝে থাক দেবি, কেন চেপে থাক  
বলে ফেল কর সুখী ॥

বৃন্দা : গোকুল ত্যজিয়ে, একুলে আসিয়ে  
কাহারে চিনিতে চাও ।

সুবল : চির-চিন্ময়ী, শ্রাম-চিত-জয়ী  
কে উনি कहিয়ে দাও ॥

বৃন্দা : বল' শ্রামচাঁদে, ব্রজরাণী রাধে  
সহজ লভ্যা নয় ।

সুবল : অনেক বতনে, দেবী আরাধনে  
দেবীরা তুষ্টা হয় ॥

—বৃন্দা ও সুবল

অঝোর ধারে ঝরছে নয়ন ( সখীগণের প্রতি )

নয়ন ভরে হেরে তারে ।

হাসি রাশি গেছে ভাসি

তুফানে মন বাধতে নারে ॥

তার নয়নে নয়ন খুয়ে ( রাধার প্রতি )

মনের কথা কয়েছ ত'

বুকের মাঝে তার নয়নের

সবগুলি বাণ সয়েছ ত'

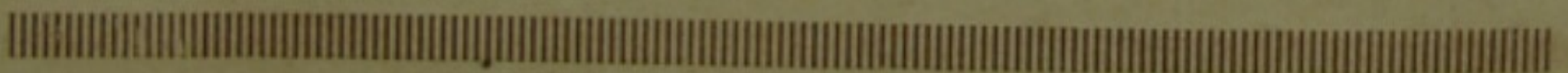
প্রাণ বঁধুয়ার মধুর ছবি

বুকে একে লয়েছ ত'

( এবার , হ'লে দেখা একা একা

নয়ন বাণে বধ তারে ।

—বৃন্দা





আজকে আমার একতারাতে  
তোমারই নাম বাজিয়ে চলি ।  
নয়ন নীরে হার গেঁথেছি  
তোমার গলে দিতে ভুলি ॥  
নিবিড় স্মৃথে নীরব ছুথে  
তোমার কথাই বাজে বুক  
কবে চরণ পরশ পেয়ে  
আমায় আমি যাব ভুলি !

—কৃষ্ণ

সখি ! এসেছে তব দ্বারে  
তুমি দেখেছ যারে স্বপন পারে  
শ্রাম-অঙ্গ বিভূতি ভূষিত  
টাচর চিকুর জটা বিগলিত  
যোগী কি যোগিনী বৃষ্টিতে পারি নি  
( শুধু ) আঁখি ছুটি হেরে চিনেছি তারে ॥

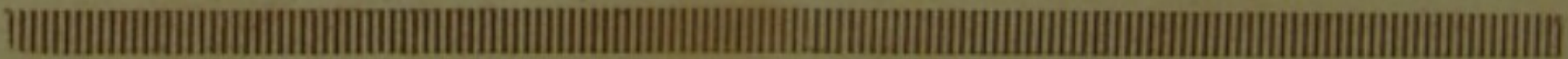
—ললিতা

তোমারই তরে সে তোমারই দ্বারে ভিখারী  
তব মনের বনের শিকারী ।  
যার রূপে তব নয়নে লেগেছে বাধা  
যার লাগি তব টুটেছে সকল বাধা  
যার তরে নিতি নীরবে লুকায়ৈ কাঁদা  
সেই শ্রামল বনশীকারী ॥

—বিশাখা

মুরলীধর ব্রজকিশোর  
মাধব বনোয়ারী  
ব্রজবধুগণ ছুকুল হরণ  
জয় বৃন্দাবনচারী ।  
জয় লীলাময় লীলাচতুর  
লুলিত ললিত লাবণী মধুর  
মাধব মনমোহন মদ  
মধন ভয় হারী ॥

—নারদ





যোগিনী-বেশে শ্রীকৃষ্ণের গোপন বিলন



ওমা একি কুল-মজানো  
ঘর জ্বালানো ছেলে ।  
ছুড়িগুলোর-কাঁচা মাথা  
আস্ত বৃষ্টি খেলে ॥  
বাজার বাশী কুল নাশি  
পরায় গলে পরায় ফাঁসী  
ছুঁড়িদের মন উদাসী  
ছুটেছে ঘরের কাজ ফেলে ॥  
আর লুটল ওর পায়ের তলে'

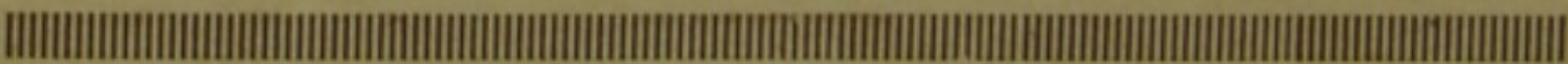
—কুটলা

(আজি) শরতের শ্বেত      চাঁদিমা কিরণে  
বাজিছে বিরহ-রাগিনী ।  
মুরলী তানে      ডাকে উপবনে  
চললো শ্রাম-সোহাগিনী ।  
সোহাগে শেফালী পড়িছে ঝরিয়া  
তোমার চরণে পড়িবে বলিয়া  
কুজন মুখর কাননের তলে  
ফুলেরা জাগিছে যামিনী ॥

—বৃন্দা

বিরাত খেলিছে আজি  
নওল কিশোর সাজে  
কিশোরী বেধেছে প্রেমে  
আজিকে নিখিল-রাজে ॥  
অজানা রাগিনী কোন  
দোহার পরাণে বাজে  
অসীম পড়েছে বাধা  
আজিকে সীমার মাঝে ॥

—নারদ





কিঙ্করী পদে শরণ যাচে  
শঙ্করী রাখ রাঙা পায়  
নীল-অধরে ডমরু বাজে  
শঙ্কিত ভীত চিত হায় ॥  
ইন্দুলেখা অলকে ঝলকে  
বিজলী চমকে অসির ফলকে  
অটুহাসে কম্পিত ত্রাসে  
শঙ্কিত হিয়া মূরছায় ।

—কুটীলা

আজি গগন মগন একি আনন্দে  
বহে সমীরণ কি নব ছন্দে  
বরণে গন্ধে কুলেরা বন্দে  
বিহগ বন্দে গানে গানে ॥

—সখীগণ

---

The Best Medium  
OF  
**Advertisement**  
For Largest Circulations at a  
Minimum Cost  
IS  
**RUPABANI PROGRAMME**  
For Rates & Particulars Please  
Phone B.B. 2845 or write to  
**DEVENHAM & CO.**  
20, College Row,  
CALCUTTA.

# Jamuna-Puliney

(SYNOPSIS)

The episode of "Love" attached to the theme "Krishna Lila" is something to be conjured up—it reflects the "Eternal Love" ingrained in all of us and the various manifestations have got an all-absorbing significance.

It was a fine cool morning. Dewy sweetening breeze was blowing—Autumn has just begun to approach. On such a morning Lord Krishna along with his cow-herd friends came to Brindaban. He had with him his "Flute". He was playing on it an enchanting tune which made Radha and the girls of Brindaban, stand spell-bound. A strange sensation filled their hearts and then they began to run after the tune and met Krishna on the bank of Jamuna. Radha fell madly in love with Krishna and she along with her confidantes began to meet Him everyday under the plea of carrying water home from Jamuna.

But the way to "Love" is not as smooth! Radha had her enemy in her sister-in-law Kutilah and mother-in-law Jatilah. They told Ayan, the husband of Radha, about her relation with Krishna. Though Ayan had implicit faith in her wife yet Radha on her part felt shy to meet her Beloved. Krishna understood everything and He began to meet Radha under the guise of a female ascetic through Kutilah's help—Kutilah scarcely suspecting anything. They met each other but it was no consolation for the hungry and passionate hearts. Though the heart of Radha was overflowed with joy and love, yet the external barriers were hard for her to break and the case with the Gopabalas (milkmaids—Radha's confidantes) who loved the Lord Krishna also, were no better. He again came to their succour. One day when Radha and the Gopabalas were bathing in the Jamuna, Krishna stole away their clothes which they had left on the bank—the false notion of shame and prestige, fear and tribulations were removed.

One day when Radha with her confidantes were worshipping their Beloved in a grove, Kutilah came there with her brother Ayan and all the villagers to show to them what she had asked them to believe—Radha and Gopabalas' suspected liaison with Krishna. But Lord Krishna transformed his flute into a sword and became Goddess Kali to the astonishment of all. Ayan himself was a devotee of Goddess Kali and was pleased to see that his wife's object of worship is one with his own and so returned home with all. Kutilah was taken aback and fell at the feet of Sri Krishna under the garb of Kali. Lord Krishna now assumed his own likeness and stood embraced by the side of Radha.

---

ভারতের ও বাংলার  
 সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞদের  
 সঙ্গীত যদি শুনিতে চান  
 স্বদেশী মেগাফোন রেকর্ড  
 শ্রবণ করুন।

সচিত্র তালিকার জন্য আবেদন করুন।

জেফ, এন, বোম্ব

৮৪২ হারিসন রোড, কলিকাতা।

মোহনতোষ ব্রাদার্সের  
 তৈয়ারী

“ইণ্ডিয়া ব্র্যান্ড” ক্যারমের  
 ঘুঁটি এবং স্প্রিং  
 গ্রিপ্ ডাম্পেল



বিদেশ-জাত জিনিষ অপেক্ষা  
 কোনও অংশে খারাপ  
 নয়।

১৫ নং কলেজ স্কোয়ার,  
 কলিকাতা।

Safest Office ?

**BASANTI INSURANCE  
 Co., Ltd.**

Head Office :—

31, Ashutosh Mukherjee Road,  
 Calcutta.

Our new scheme offers  
**no harmful distribu-  
 tion system.**

Wanted influential and res-  
 pectable Agents in Calcutta  
 or superb. Please call on  
 or Apply to

**Hindoosthan Farmers  
 Managing Agents.**

= শ্রী অখিল নিয়োগী সম্পাদিত =

শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র গুহ কর্তৃক ডেভেনহাম এণ্ড কোং, ২০, কলেজ রো  
 হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।